৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০২

Topic:
উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন (১৭৫৭-১৮৫৭), উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি, বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

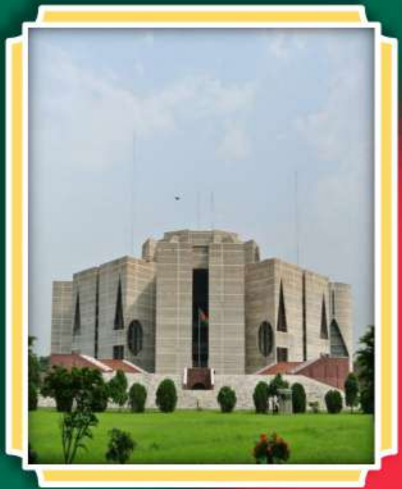
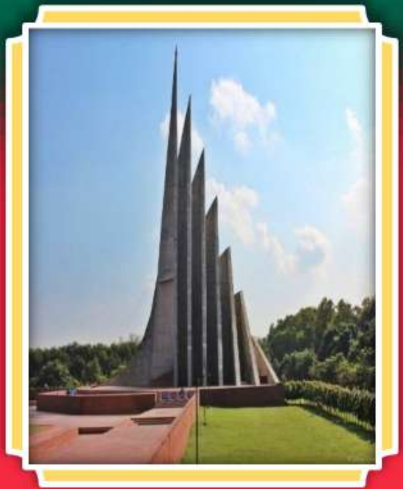

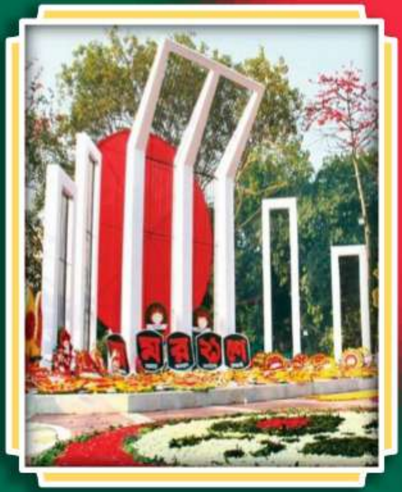
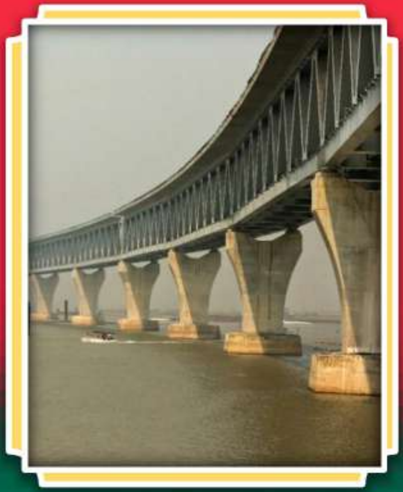

www.uttoron.academy

আলোচ্য বিষয়

- উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন(১৭৫৭-১৮৫৭)।
- উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার আন্দোলন।
- বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি।
- বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি।
- পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম।

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন চিত্র

ক্রম	দেশ	জাতি	বাংলায় যে নামে পরিচিত	আগমন সাল
প্রথম	পর্তুগাল	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি	১৫১৬
দ্বিতীয়	নেদারল্যান্ড	ডাচ	ওলন্দাজ	১৬০২
তৃতীয়	ইংল্যান্ড	ইংরেজ	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	১৬০৮
চতুর্থ	ডেনমার্ক	ডেনিশ	দিনেমার	১৬১৬
পঞ্চম	ফ্রান্স	ফরাসি	ফরাসি	১৬৬৪

POLL QUESTION-01

✪ ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের পথ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?

(a) ১৪৮৭

(b) ১৪৯২

(c) ১৪৯৮

(d) ১৪৯৯

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৮৫৭)

সংস্কারক/ ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ক্লাইভ	১৭৬৫-১৭৬৭	• বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর। • দ্বৈত শাসন কায়েম। • ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।
ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭২-১৭৮৪	• দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২) • পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩)। • সাম্রাজ্যবাদী সত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪)।
লর্ড কর্নওয়ালিস	১৭৮৬-১৭৯৩	• জমিদারী প্রথার সূত্রপাত। • দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন। • চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)। • সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩)। • সতীদাহ প্রথা প্রবর্তন (১৭৯৩)।
লর্ড ওয়েলেসলি	১৭৯৮-১৮০৫	• অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন। • ব্রিটিশের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট।
লর্ড হেস্টিংস	১৮১৩-১৮২৩	• মারাঠা শক্তি ধ্বংস ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি। • এই সময় রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৮৫৭)

সংস্কারক/ ইংরেজ শাসক	শাসনকাল	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	১৮২৮-১৮৩৫	• সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন (১৮২৯) • কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫) • লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন (১৮৩৫)। • ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫)।
লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪-১৮৪৮	• ভারতবর্ষে রেল যোগাযোগ স্থাপন। • গোলাপ সিং এর নিকট জম্মু ও কাশ্মীর বিক্রয়। • শিশু হত্যা ও নরবলি প্রথা বিলোপ।
লর্ড ডালহৌসি	১৮৪৮-১৮৫৬	• সত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন। • রেল লাইনের প্রচলন (১৮৫৩) • বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৪, পাস-১৮৫৬)
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-১৮৬২	• কাগজী মুদ্রার প্রচলন (১৮৫৭) • সিপাহী বিপ্লব কালীন গভর্নর জেনারেল/ভাইসরয়।

POLL QUESTION-02

✪ কত জন বণিক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেছিল?

(a) ৩১৮ জন

(b) ১১৮ জন

(c) ৩০৯ জন

(d) ২১৮ জন

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন (১৭৬০-১৮০০)

- ফকিররা উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন।
- ফকিরদের সাথে সন্ন্যাসীরাও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।
- ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সমর্থন কামনা করেন। ফকির-সন্ন্যাসীগণ মীর কাসিমের পক্ষে যুদ্ধও করেছিলেন।
- বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হলেও ফকির-সন্ন্যাসীগণ তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন।
- ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন- মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী, ভবানী পাঠক, নূর আলদ্বীন, পীতাম্বর প্রমুখ।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-১৭৮৯)

- ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে।
- ১৭৬১ সন থেকে নতুন কোম্পানি সরকার বার বার রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকে।
- ১৭৭২-৭৩ সাল থেকে চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে মুদ্রায় রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়।এতে পার্বত্য জীবনে অস্থিরতা দেখা দেয়।
- ১৭৭৬ সালে রাজস্বের হার আরও বৃদ্ধি করা হলে প্রধান নায়েব রানু খান রাজা জোয়ান বক্সের সম্মতিক্রমে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।
- রানু খানকে দমন করতে কোম্পানি বার বার সৈন্য প্রেরণ করে কিন্তু প্রত্যেক বার কোম্পানিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এভাবে যুদ্ধ চলে প্রায় দশ বছর। অবশেষে কোম্পানি ক্লান্ত হয়ে ১৭৮৯ সালে চাকমা রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

তিতুমীরের আন্দোলনঃ

- ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্র ধরে তিতুমীর প্রথম বারাসতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।
- তিনি চব্বিশ পরগণার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন।

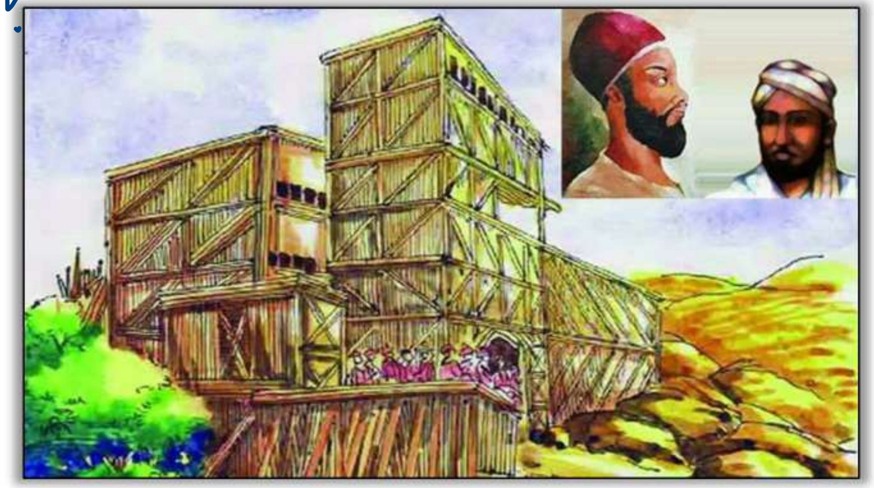

- তাঁকে দমন করতে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ বিদ্রোহ বারাসতের বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
- বারাসতের বিদ্রোহের পর তিতুমীর ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য বুঝতে পেরে নারিকেলবাড়িয়ায় ১৮৩১ সালে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।
- কোম্পানি সরকার ১৮৩১ সালে ইংরেজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। ১৯ নভেম্বর ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইংরেজ কামান ও গোলাগুলিতে বাঁশের কেল্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

ফরায়েজী আন্দোলনঃ

- বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চরম দুর্দশা নেমে আসে। মুসলমান সমাজের এ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন দেখে যিনি এর সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসেন তিনি হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
- হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ইসলামের ফরজ পালনের জন্য তিনি জোর প্রচার চালান। এ ফরজ থেকে এ আন্দোলনের ফরায়েজি হয়েছে।
- ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা।
- হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিনউদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া। দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন সংস্কার আন্দোলনের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে।

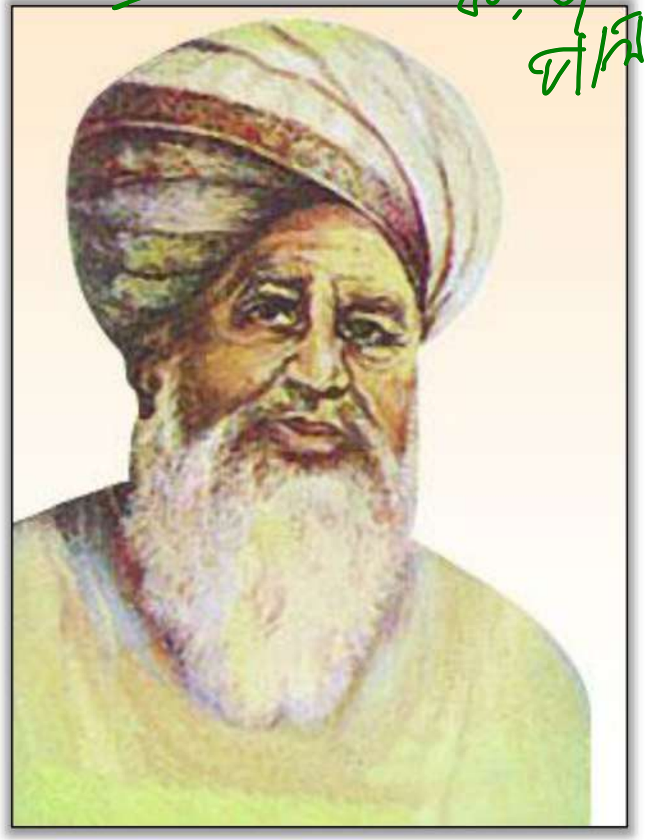

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহঃ

- ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলের জমিদারদের অত্যাচার বেড়ে গেলে তার প্রতিবাদী হয়ে উঠে।
- নেতা তাদের দুই ভাই - সিধু আর কানু ইংরেজ সেনাপতি মেজর বারোজের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী আক্রমণ করে সাঁওতাল বাহিনীকে। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সেদিন ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করে সাঁওতালরা বিজয়ী হয়েছিল।
- পরাজিত ইংরেজ ভীত হয়ে বড়লাট লর্ড ডালহৌসির নির্দেশে আরও বড় সৈন্যবহর নিয়ে বিদ্রোহ দমাতে আসে। কিন্তু সাওতালদের প্রতিরোধের কারণে ইংরেজ বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির সম্মখীন হয়।
- বারবার এভাবে পরাস্ত হয়ে ইংরেজ বাহিনী সাঁওতাল বিদ্রোহের গ্রামগুলোতে হামলা চালায়। শিশু ও মহিলাদের নির্বিচারে হত্যা করে।
- ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাঁওতালদের অধিকাংশ ধরা পড়ে এবং লোক দেখানো বিচার করে তাঁদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়।

1st → European

Q: ভারতের কোনটি East Indian Company ছিলো?

- পর্তুগীজ
- ডাচ
- ফরাসি
- দিনেমার
- ইংরেজ

1

2

Ans:

6

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

নীল বিদ্রোহঃ

Initial কারণঃ

নীল দর্পণ

দীনবন্ধু

নীল

কোম্পানী

ভারতবর্ষ

England

The Indigo Plan

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

POLL QUESTION-03

✪ প্রতি বছর কোন তারিখে সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস পালিত হয়?

(a) ৩০ জুন

(b) ৩০ এপ্রিল

(c) ২৫ মে

(d) ২৭ এপ্রিল

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলন

হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২):

- বিশিষ্ট দানবীর, বাংলার হাতেম তাই বলে খ্যাত।
- ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন, হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা এবং ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩):

- ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত।
- ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক পুরুষ।
- ১৮১৫ সালে হিন্দু কলেজ/প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮২২ সালে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১):

- ১৮৪৯ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন।
- বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা রোধকল্পে আন্দোলন শুরু করেন।
- ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন।

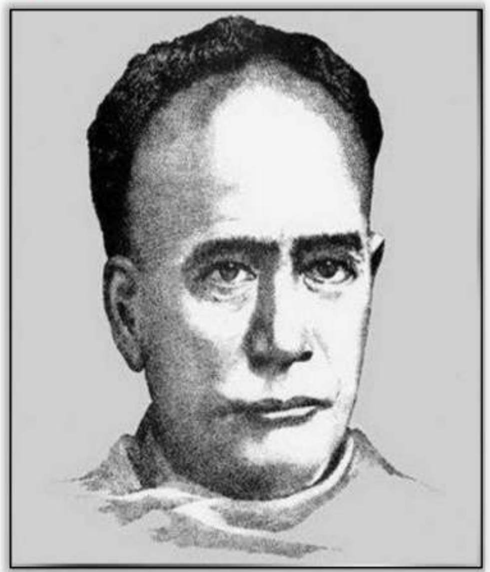

নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩):

- মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

উপমহাদেশে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলন

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮):

- সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।
- লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা।

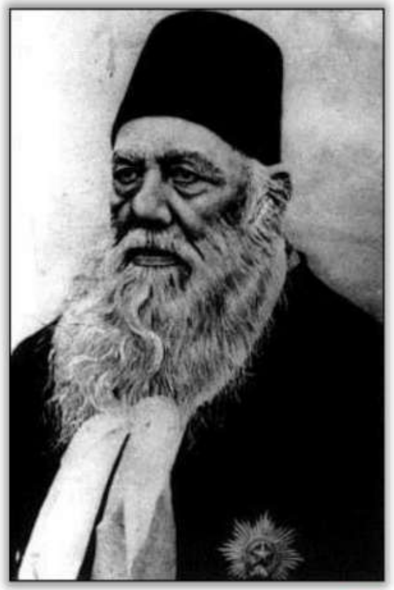

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭–১৮৯৮):

- ১৮৭৭ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
- মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন।
- আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা।

এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২):

কৃষক প্রজা পার্টি — 1937

1940 → লাহোর প্রস্তাব → দ্বিজাতি তত্ত্ব → পাকিস্তান

মুসলমান

হিন্দু

State

States

1937

1935

1940

1954

1947

কৃষক খাতক আইন (1938)

উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার আন্দোলন

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য:

- ১৭৬৪ সালে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম সাহায্য কামনা করেন ফকির সন্ন্যাসীদের।
- নীলদর্পন গ্রন্থের রচয়িতা- দীনবন্ধু মিত্র।
- দুদু মিয়াকে সমাহিত করা হয়- ঢাকার বংশালে।
- তিতুমীর নারিকেলবাড়িয়ায় বাশের কেল্লা তৈরি করেন- ১৮৩১ সালের অক্টোবরে।
- বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার' জড়িত ছিলেন- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে।
- ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত স্থান- বাহাদুর শাহ পার্ক।
- সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৮৫৭ সালের- ২৯ মার্চ।

POLL QUESTION-04

✪ 'The Spirit of Islam' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(a) সৈয়দ আহমদ খান

(b) নওয়াব আবদুল লতিফ

(c) হাজী মোহাম্মদ মহসীন

(d) সৈয়দ আমীর আলী

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

➲ বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কারা প্রথম এসেছিল? [৪০তম, ১৬তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) ইংরেজরা (খ) ফরাসিরা

(গ) ওলন্দাজরা (ঘ) পর্তুগিজরা

➲ বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? [২৪তম বাতিল, ২১তম, ২০তম বিসিএস]

(ক) মাওলানা কেরামত আলী (খ) শাহ ওলিউল্লাহ

(গ) হাজী শরীয়তুল্লাহ (ঘ) পীর মুহসীনুদ্দীন

➲ কোন নেতা ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন? [১৫তম বিসিএস]

(ক) তিতুমীর (খ) সৈয়দ আহমদ বেরেলভি

(গ) দুদু মিয়া (ঘ) হাজী শরীয়তউল্লাহ

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

ফরায়েজী আন্দোলন

➲ 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী'– এটি কার ঘোষণা? [১৪তম বিসিএস]

(ক) তিতুমীর (খ) ফকির মজনু শাহ

(গ) দুদু মিয়া (ঘ) হাজী শরীয়তউল্লাহ

➲ বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন? [২৪তম বিসিএস বাতিল]

(ক) সৈয়দ আমীর আলী (খ) নওয়াব আবদুল লতিফ

(গ) নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (ঘ) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

বঙ্গভঙ্গ:

লর্ড কার্জনের রাজত্বকালে প্রশাসনিক অসুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯০৫ সালে তিনি সমগ্র বঙ্গ দেশকে অর্থাৎ বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তাঁর পূর্ব বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল। এ বিশাল প্রদেশের শাসন ন্যস্ত ছিল একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা ছোটলাটের ওপর। কিন্তু যোগযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে এত বড় প্রদেশের শাসনভার একজনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। ব্রিটিশ সরকারের শাসন করার নীতি ছিল 'বিভেদ ও শাসন নীতি' (Divide and Rule Policy)। এই নীতির ফলশ্রুতিতে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে দুটি প্রদেশ গঠন করে ইতিহাসে যা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন অ্যান্ড্রু ফ্রেজার। ১৯০৫ সালে ৫ জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গবিভাগ ঘোষণা ও ঐ বছরের ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জনের আদেশে এটি কার্যকর করা হয়।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া:

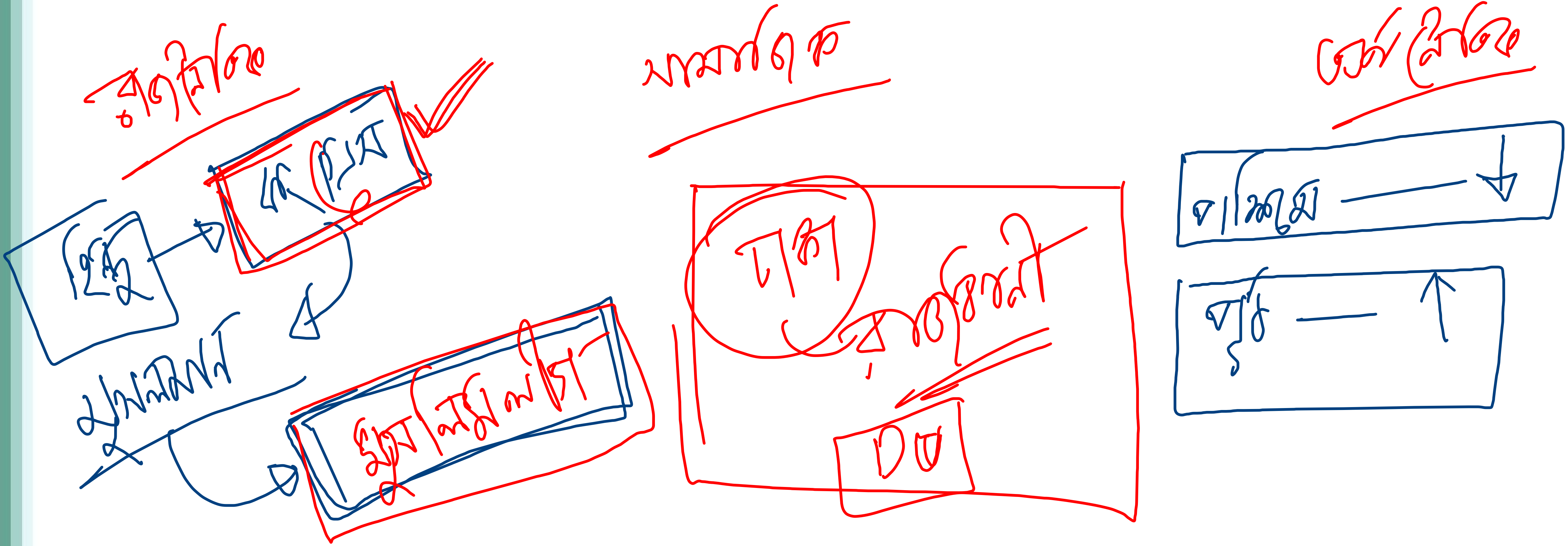

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

ফলাফল:

বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১):

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ব্রিটেনের রাজা ছিলেন ৫ম জর্জ এবং ভাইসরয় ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি ১৯১২ সালে রাজধানী দিল্লীতে হস্তান্তর করেন।

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন লর্ড কার্জন।
- পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার।
- বঙ্গভঙ্গ রদ করেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- ব্রিটিশ বাংলায় অবিভক্ত বাংলার (১৯৪৭) সর্বশেষ গভর্নর ফ্রেডরিক বারোজ।
- স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-২১ জুন, ১৯৪৮)।
- স্বাধীন ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী (২১ জুন, ১৯৪৮-২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০)

POLL QUESTION-05

✪ ব্রিটিশ বাংলায় অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর কে ছিলেন?

(a) আর্থার হার্বার্ট

(b) লর্ড ওয়াভেল

(c) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

(d) ফ্রেডরিক বারোজ

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

স্বদেশী আন্দোলন:

- বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশী আন্দোলন বলে।
- এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম বাংলার নারীরা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন করে।
- কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পড়ে না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী'-গান গেয়ে জনগণের মধ্য স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন।

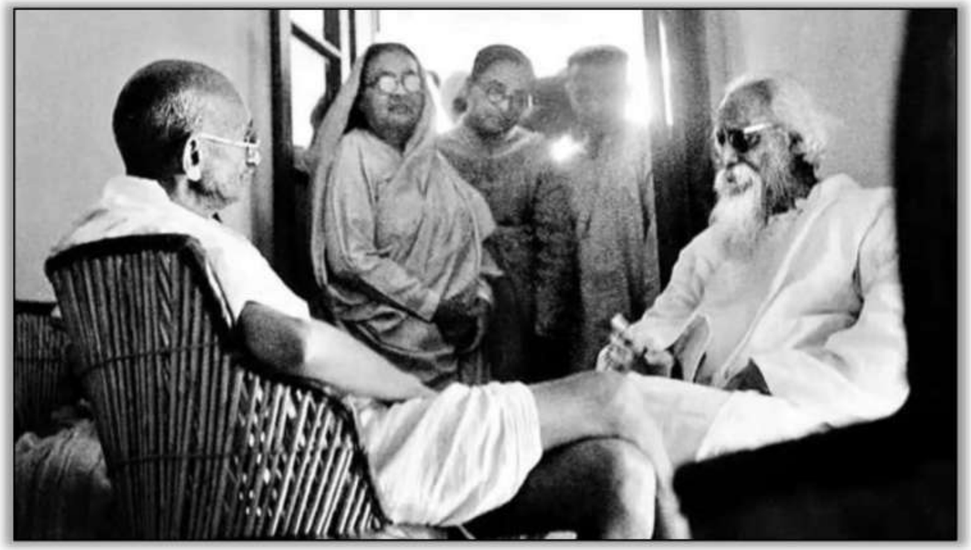

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি

বাংলার সশস্ত্র বিদ্রোহী আন্দোলন:

- স্বদেশী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বাংলার স্বাধীনতাকামী যুব সমাজ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে।
- স্বদেশী আন্দোলনের সদস্যবৃন্দ গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে। ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তাদের উপর হামলাই ছিল এ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।
- ১৯০৬ সাল থেকে পরিচালিত এ বিপ্লবী আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদী হিসেবে অভিহিত করে।
- ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম কর্তৃক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে হত্যা করার মধ্যদিয়ে বাংলার স্বদেশি আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।
- ১৯২৪ সালে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে বিপ্লবীদের গ্রেফতার করেন।
- বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদের মধ্যে অরবিন্দু ঘোষ, রবীন্দ্র ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন অন্যতম।
- এ আন্দোলনের প্রধান সংগঠন ছিল ঢাকার অনুশীলন সমিতি (এর নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস) ও কলকাতার যুগান্তর সমিতি (এর নেতা ছিলেন বাঘা যতিন, প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।
- ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্টের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। এতে কিংসফোর্ডের কন্যা ও স্ত্রী মারা যান। বিপ্লবী নেতা ক্ষুদিরাম বোমা মেরে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন এবং ধরা পরে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে।
- মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে ‘’চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি" নামক আত্মঘাতি বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন যা একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়ত্বে নেন। তিনি ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের ২টি সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। ১৯৩৩ সালে পুলিশের কাছে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় ও মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়।
- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাস্টারদা সূর্যসেনের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে মাস্টারদার নির্দেশে ‘পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে’ দলবলসহ আক্রমন করেন। আক্রমনের সময় গুলিবিদ্ধ হলে ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দী হবার পূর্বে তাৎক্ষনিকভাবে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

" এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তুমি তাই করে গেলে দান ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

POLL QUESTION-06

✪ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কবে হয়?

(a) ১৯০৯ সালে

(b) ১৯১১ সালে

(c) ১৯১৯ সালে

(d) ১৯২৯ সালে

প্রাদেশিক নির্বাচন এবং ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১):

খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভা (১৯৪৩):
১৯৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব

দ্বিজাতিতত্ত্ব

→ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র) ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার

লাহোর প্রস্তাব (1940)

1. স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ
2. স্বায়ত্তশাসন (সার্বভৌম)
3. সংবিধানের প্রধান
4. রাজ্যসমূহের

ভারত বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

ক্রিপস মিশন (১৯৪২):

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সাহায্য সহযোগীতা লাভ করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালে এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন, তা 'ক্রিপস প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২)

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা বার্মা দখল করলে এখান থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাংলার খাদ্য শস্য ক্রয় করে বাংলার বাহিরে সৈন্যদের রসদ হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অসাধু লোভী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে। এছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে বাংলার খাদ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৪৭):

মোট উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ পাবে চাষী, একভাগ পাবে জমির মালিক এই দাবি থেকে তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৪৬-৪৭ সালে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দালন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র, হাজী মোহাম্মদ দানেশ প্রমুখ।

ভারত বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি

মন্ত্রিমিশন (১৯৪৬)

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তাঁর মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দল 'মন্ত্রিমিশন' নামে পরিচিত। এ মিশনের সদস্যরা হলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং এ, ভি, আলেকজান্ডার।

কলকাতা দাঙ্গা (১৯৪৬):

১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে মুসলিম লীগ নেতারা দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের ডাক দেয়। এর ফলে কলকাতায় সংঘটিত হয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতা দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। এ দাঙ্গা ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬):

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এটি ছিল অবিভক্ত বাংলার শেষ মন্ত্রিসভা। অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ।

POLL QUESTION-07

✪ কোন গভর্নর দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান?

(a) কর্নওয়ালিস

(b) ডালহৌসি

(c) হেস্টিংস

(d) ভাসিটার্ট

H.W

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

1933 রহমত আলী : দুর্ভিক্ষ [Now OR Never]

পাকিস্তান PAKISTAN

P — পাঞ্জাব

A — আফগানিস্তান

K — কাশ্মীর

I → ইন্দু

S → সিন্ধু

TAN → বেলুচিস্তান

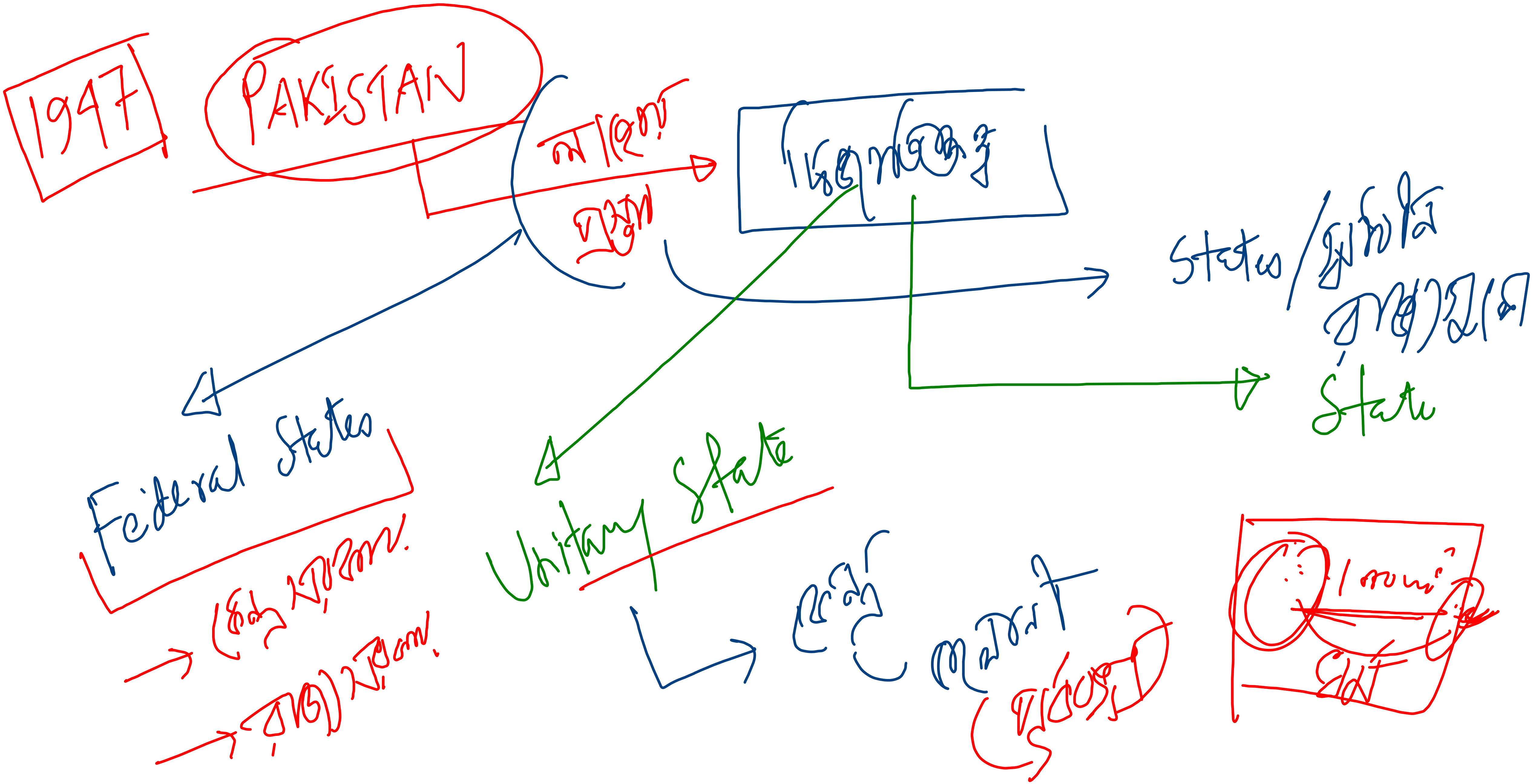
1947
PAKISTAN
Federal States
Unitary State
States/
State

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

* পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল - কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

প্রধানমন্ত্রী - কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান

পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী - খাজা নাজিমউদ্দীন

পূর্ব বাংলার গভর্নর - ফ্রেডারিক চালমার্স বোর্ন

POLL QUESTION-08

✪ 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' নামে কাকে আখ্যা দেয়া হয়?

(ক) হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি

(খ) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(ঘ) কোনটিই নয়

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

➲ কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) দ্বি-জাতি তত্ত্ব (খ) সামাজিক চেতনা

(গ) অসাম্প্রদায়িকতা (ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ

➲ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ (খ) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

(গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (ঘ) ২০ জানুয়ারি ১৯৫২

➲ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ৯ মে ১৯৫৪ (খ) ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

(গ) ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ (ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

➲ পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি কে উত্থাপন করেন? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) আব্দুল মতিন
(খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(গ) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
(ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

➲ নিচের কোন সংস্থাটি ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে? [৩৪তম বিসিএস]

(ক) UNDP
(খ) UNESCO
(গ) UNICEF
(ঘ) UNCTAD

➲ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে? [২৭তম বিসিএস]

(ক) তানভীর কবীর
(খ) হামিদুর রহমান
(গ) হামিদুজ্জামান
(ঘ) অস্কার বাদল

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

➲ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোন সালে স্বীকৃত হয়? [২৬তম বিসিএস]

(ক) ১৯৯৮ (খ) ১৯৯৯

(গ) ২০০০ (ঘ) ২০০১

➲ পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের (Constituent Assembly) ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন? [২৪তম বিসিএস বাতিল]

(ক) আবুল হাশেম (খ) শেখ মুজিবুর রহমান

(গ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

➲ ১৯৫২ সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কিসের জন্ম দিয়েছিল? [১৪তম বিসিএস]

(ক) এক রাজনৈতিক মতবাদের (খ) এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের

(গ) এক নতুন জাতীয় চেতনার (ঘ) এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

➲ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [১৩তম বিসিএস]

(ক) নুরুল আমিন (খ) লিয়াকত আলী খান

(গ) মোহাম্মদ আলী (ঘ) খাজা নাজিমুদ্দীন

➲ পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন কবে প্রণীত হয়? [১৩তম বিসিএস]

(ক) ১৯৫০ সালে (খ) ১৯৪৮ সালে

(গ) ১৯৪৭ সালে (ঘ) ১৯৫৪ সালে

নিজেকে যাচাই কর পারবি?

a) পশ্চিম পাকিস্তান

b) পূর্ব "

c) পাকিস্তান

~~d)~~ none [পূর্ব বাংলা]

1947 – 1956 পূর্ব বাংলা

1956 সংবিধান

ধন্যবাদ

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়